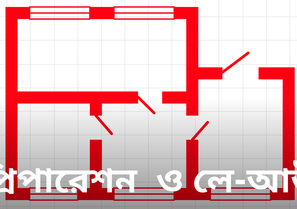

সাইট প্রিপারেশন ও লে-আউট

সাইট প্রিপারেশন:

বিল্ডিং-এর সীমানার মধ্যে না পড়লে যে গাছপালা আছে তা রেখে দিতে হবে। সাইটে মালামাল আনার পর কোথায় কিভাবে থাকবে সেটার জন্য পূর্বপরিকল্পনা থাকতে হবে। সিমেন্ট জাতীয় পদার্থ যেন হঠাৎ বৃষ্টিতে ভিজে না যায়, এজন্য ছাউনি থাকতে হবে।

লে-আউট:

লে-আউট হলো যে বিল্ডিং নির্মিত হবে তার সঠিক ড্রয়িং সরাসরি প্রস্তাবিত জমির উপর স্থাপন করতে হবে।

লে-আউট দেওয়ার পুবে কিছু টুলসও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রয়োজন হয় :

- স্টিল মেজারিং টেপ ১৬'-০" এবং ১০০' এর লম্বা টেপ।
- হ্যামার
- লাল রং এবং ব্রাশ (গ্রীড লাইন মার্কিং-এর জন্য)
- সুতা
- তারকাটা ও পিন কাটা
- মাটাম
- ওয়াটার লেভেল পাইপ
- বাঁশের খুটি
- তাগারি
- সিমেন্ট ১ ব্যাগ
- লোকাল বালি
- ১০ সি.এফ.টি

লে-আউট বসানো:

- আর্কিট্রাকচারাল ড্রয়িং এবং রাজউক অনুমোদন ড্রয়িং অনুযায়ী প্রস্তাবিত জমির মাপ ঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে।
- রোড লেভেল হতে সাধারণত ৩.৫ ফুট উপরে সাইটের বিভিন্ন স্থানে লেভেল স্থাপন করতে হবে।
- আর্কিট্রাকচারাল ড্রয়িং-এর রেফারেন্স-এ গ্রীড লাইন অনুসারে সুতা বাধা (রোড লেভেল হতে সাধারণত ৩.৫ ফুট উপরে)।
- সুতা বাধার পর প্রত্যেকটি কোন সমকোণ আছে কি-না তা দেখতে হবে (মাটাম এবং ৩, ৪, ৫ পদ্ধতিতে চেক করা) এবং কোনাকুনি মাপ ঠিক আছে কি-না তা চেক করতে হবে।
- গ্রীড লাইন হতে রাজউকের ড্রয়িং অনুযায়ী পর্যাপ্ত যায়গা ছেড়ে দিতে হবে।
- এক গ্রীড লাইন হতে অপর গ্রীড লাইন ঠিক আছে কি-না তা যাচাই করতে হবে।
- গ্রীড লাইন হতে কোনো যায়গা বেশি বা কম পাওয়া গেলে তা সমন্বয় করে আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং অনুযায়ী মিলানোর চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক চেক করিয়ে নিতে হবে।
- গ্রীড লাইনের পয়েন্টগুলো অ্যাডজাস্টিং ওয়ালে প্রয়োজনীয় জায়গা চিপিং করে ১০" x ১০" x ১" সিমেন্ট বালির মটার দিয়ে স্থায়ীভাবে চিহ্ন রাখতে হবে। যদি অ্যাডজাস্টিং ওয়াল না পাওয়া যায় তবে বাঁশের খুটি মাটিতে কমপক্ষে ৩ফুট প্রবেশ করিয়ে স্থায়ীভাবে গ্রীড লাইন চিহ্ন রাখতে হবে।
- গ্রীড লাইন চিহ্নিত পয়েন্টগুলোতে গ্রীড লাইন নাম্বার ও একটি গ্রীড হতে অপরটির দূরত্ব লিখে রাখতে হবে।
- উপর্যুক্ত গ্রীড লাইনের রেফারেন্স-এ আর্কিট্রেকচারাল ও স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং অনুযায়ী কলাম ফুটিং-এর লে-আউট দিতে হবে।

উঁইপোকা প্রতিরোধ:

উঁইপোকার আক্রমণে কাঠ, রাবার, প্লাস্টিক ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই পোকার প্রজননক্ষমতা এতো বেশি যে এটি ইমারত ধ্বংস করতে ৪-৫ বছর সময় নেয়। ইমারতকে উঁইপোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য নির্মাণ কাজ শুরুর পূর্বে নিচের ব্যবস্থা নেয়া হয়:

নির্মাণকাজ শুরুর উদ্যোগগ্রহণের সাথে সাথে এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। দুই ধাপে এই কাজ সম্পন্ন হয়:

- ইমারত যে স্থানে নির্মিত হবে সে স্থানের যথাযথ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে । গাছের শেকড়, কাঠের গোঁড়া ও অন্যান্য জঞ্জাল পরিষ্কার করতে হবে। কোন উঁইপোকার ঢিবি দেখা গেলে তা ভেঙ্গে, শাবল দিয়ে কয়েক স্থানে গর্ত করে গর্তের মধ্যে উঁইপোকা বিনাশক বিষ দিয়ে উঁই ধ্বংস করতে হবে। ১ কেজি হেপ্টাক্লর গুঁড়ো ৭৯ লিটার পানিতে মিশিয়ে বা ১ লিটার ডায়াল্ড্রিন ৩৯ লিটার পানিতে মিশিয়ে এ বিষ তৈরি করা হয় । সাধারণত প্রতি ঘনমিটার ঢিবির জন্য ৪ লিটার পরিমাণ বিষ প্রয়োগ করা হয়।
- ইমারত নির্মাণের সময় মাটির সাথে উঁইপোকা বিনাশক বিষ মিশিয়ে এমনভাবে রাসায়নিক প্রাচীর নির্মাণ করতে হবে।